গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
তালতলী, বরগুনা
www.taltali.barguna.gov.bd

স্মারক নং-০৫.১০.০৪৯২.০৯.০০৪.০০৮.২৪- ৫৪১ তারিখ: ২০ চৈত্র ১৪৩০ / ০৩ এপ্রিল ২০২৪।

২০.০০ একর পর্যন্ত বদ্ধ জলমহাল ইজারা দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, তালতলী উপজেলার অধিক্ষেত্রের ২০.০০ একর পর্যন্ত বদ্ধ সরকারি জলমহাল অনলাইন ইজারা বিজ্ঞপ্তি এ কার্যালয়ের ১৭ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখের ০৫.১০.০৪৯২.০৯.০০৪.০০৮.২৩-৯০ নং স্মারকে প্রকাশিত হয়। উক্ত বিজ্ঞপ্তি অনুসারে ১২ (বার) টি জলমহাল আবেদনকারীদের অনুকূলে ১৪৩১-১৪৩৩ বঙ্গাব্দের জন্য ইজারা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অবশিষ্ট ১০ (দশ) টি জলমহাল ১৪৩১ হতে ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত ৩ (তিন) বছরের মেয়াদে ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে ১১ মার্চ ২০২৪ তারিখের ০৫.১০.০৪৯২.০৯.০০৪.০০৮.২৪-৩৯৭ নং স্মারকে (২য় পর্যায়ে) প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুসারে ০২ টি জলমহাল ইজরা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অবশিষ্ট ০৮ টি জলমহাল নিম্নবর্ণিত শর্তাধীনে প্রকৃত নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সংগঠনের (যা সমবায়/সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত) নিকট হতে দরপত্র আহবান করা যাচ্ছে। নিম্নোক্ত দিনপঞ্জী অনুসারে অফিস চলাকালীন নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয় এবং উপজেলা ভূমি অফিস, তালতলী হতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, তালতলী এর অনুকূলে অফেরৎ যোগ্য ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা মূল্যমানের ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার জমা দিয়ে আবেদনপত্র সংগ্রহ করা যাবে এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, তালতলীতে দাখিল করতে হবে।

দিনপঞ্জী

আবেদন ফরম বিতরণ	সীলগালাকৃত খামে আবেদন জমাদানের শেষ তারিখ (অফিস চলাকালীন)	উপজেলা জলমহাল কমিটির সভা
০৩.০৪.২০২৪ খ্রিঃ হতে ০৭.০৪.২০২৪	০৮ এপ্রিল ২০২৪ তারিখ বেলা ১.০০ ঘটিকা পর্যন্ত	০৮.০৪.২০২৪ খ্রিঃ বিকাল ৩.৩০ ঘটিকা

ঃ জলমহালের তালিকা ঃ

ক্র/নং	জলমহালের নাম	জে. এল. নং ও মৌজা	দাগ নং	জমির (একরে)	সম্ভাব্য মূল্য	মেয়াদ (বঙ্গাব্দ)
০১.	চাঁদখালী খাস পুকুর	৪৮-চাঁদখালী	২৫৫৫, ২৫৫৬	০.৩৮	২,২৮০/-	১৪৩১-১৪৩৩
০২.	তালুকদার বাড়ী সংলগ্ন খাস পুকুর	৩৮-গেন্ডামারা	২৫৩,২৫৪	০.৮০	৫,২৮০/-	১৪৩১-১৪৩৩
০৩.	অধিকার বাড়ী সংলগ্ন খাস পুকুর	৭৭-বেহালা	২০৭৫, ২০৭৬	০.৯২	৫,৫২০/-	১৪৩১-১৪৩৩
০৪.	দেলওয়ার হাং বাড়ী সংলগ্ন নাথগ্রাম খাস পুকুর	৭৭-বেহালা	২৫৭১, ২৫৭২	০.৮৮	৫,২৮০/-	১৪৩১-১৪৩৩
০৫.	সূর্যকিত্তনীয়া বাড়ী সংলগ্ন খাস পুকুর	৭৭-বেহালা	৮৫৪, ৮৫৫	০.৯৪	৫,৬৪০/-	১৪৩১-১৪৩৩
০৬.	নাসির উদ্দিন নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন খাস পুকুর	৪৫/৮০-ঝাড়াখালী	২০৭৮, ২০৭৯	০.৯০	৬,০০০/-	১৪৩১-১৪৩৩
০৭.	ছকিনা হাং বাড়ী সংলগ্ন খাস পুকুর	৪২-বড় নিশানবাড়িয়া	৪৯১৪	১.১৭	৭,০২০/-	১৪৩১-১৪৩৩
০৮.	নলবুনিয়া আলকাসের বাড়ী সংলগ্ন খাস পুকুর	৪১-ছোট নিশানবাড়িয়া	২৪১৪, ২৪১৫	০.৬২	৩,৭২০/-	১৪৩১-১৪৩৩

শর্তাবলী

১। নির্দিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী/তীরবর্তী প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি যা স্থানীয় পর্যায়ে সমবায় অধিদপ্তর/সমাজ সেবা অধিদপ্তরে নিবন্ধিত সে সমিতিসমূহ নির্দিষ্ট জলমহাল ব্যবস্থাপনার জন্য আবেদন করতে পারবে এবং জলমহালের নিকটবর্তী/তীরবর্তী নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিগুলো প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে অগ্রাধিকার পাবে। কোন ব্যক্তি বা অনিবন্ধিত সংগঠন আবেদন করতে পারবে না।

২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, তালতলী ও উপজেলা ভূমি অফিস, তালতলী, বরগুনা থেকে ৫০০/-(পাঁচশত) টাকার বিনিময়ে আবেদন সংগ্রহ করা যাবে।

৩। আবেদনপত্রের সাথে সংগঠন/সমিতির নির্বাচিত কমিটি, গঠনতন্ত্রের কপি, ব্যাংক একাউন্টের লেনদেন সংক্রান্ত প্রত্যয়নসহ প্রয়োজনীয় তথ্য ও সত্যায়িত ছবি সংযোজন করতে হবে।

৪। আবেদনকারী মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতির বর্তমান কার্যক্রম আছে তার প্রমাণস্বরূপ উপজেলা সমবায়/সমাজসেবা কর্মকর্তার (যেখানে যা প্রযোজ্য) স্বাক্ষরিত প্রত্যয়নপত্র/কার্যবিবরণী, বিগত ০২ (দুই) বছরের অডিট রিপোর্ট আবেদনপত্রের সাথে দাখিল করতে হবে। তবে নতুন সংগঠনের/সমিতির জন্য অডিট রিপোর্টের প্রয়োজন হবে না।

৫। আবেদনপত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতির ০৩ (তিন) বছর মেয়াদী লীজ পাওয়ার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জলমহাল মৎস্যচাষ/উৎপাদন/সুষ্ঠু ব্যবস্থপনার পরিকল্পনা/রূপরেখা (উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার প্রতিস্বাক্ষরিত) সংযুক্ত করতে হবে।

৬। লীজ প্রাপ্ত হয়নি এমন আবেদনকারী সমিতির জামানতের ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার ফেরৎ দেয়া হবে।

৭। আবেদনকারী সমিতিতে যে কোন তফসিলভুক্ত ব্যাংক হতে সংশ্লিষ্ট জলমহালের ইজারা মূল্যের উপর ২০% ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার জামানত হিসেবে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, তালতলী এর অনুকুলে দাখিল করতে হবে, যা শেষ বছরের ইজারা মুল্যের সাথে সমন্বয় করা হবে।

৮। স্থানীয় প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠনগুলোর মধ্যে যে সংগঠন/সমিতি সংশ্লিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী/তীরবর্তী সে সকল প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠনকে সংশ্লিষ্ট জলমহাল বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

৯। জমাকৃত আবেদনপত্রসমূহ উপজেলা নিবাহী অফিসার যাচাই-বাছাই করবেন এবং উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থাপন করবেন। উপজেলা কমিটি উক্ত আবেদনগুলোর বিষয়ে জলমাহল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ এর যাবতীয় শর্তাবলী বিবেচনা করে যোগ্য মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতির আবেদন অনুমোদনপূর্বক তাদের অনুকূলে বন্দোবস্ত প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

১০। উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক বাছাই এর পরে উপযুক্ত সংগঠন/সমিতিকে ১৫ (পনের) কর্মদিবসের মধ্যে সরকারের"জলমহাল ও পুকুর ইজারা ১-৪৬৩১-০০০০-১২৬১"নং কোডে চালানের মাধ্যমে প্রথম বছরের ইজারা মূল্য এবং ৫% আয়কর ও ১৫% ভ্যাট জমা প্রদান করতে হবে। ইজারার সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ না করলে ইজারা চুক্তি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল বলে গণ্য হবে।

১১। ২য় ও ৩য় বছরের ইজারা মূল্য একইভাবে পূর্ববর্তী বাংলা বছরের ১৫ চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। অন্যথায় ইজারাদেশ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল বলে গণ্য হবে। কোনক্রমেই ইজারা অর্থ আংশিক বা কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে না।

১২। কোন সমিতির ইজারাকৃত জলমহাল সাব-লীজ কিংবা নিয়মিত ইজারা মূল্য পরিশোধে খেলাপী হয়ে থাকলে অথবা সার্টিফিকেট মামলা কিংবা অন্য কোন আদালতে মামলা থাকলে সংশ্লিষ্ট সংগঠন/সমিতিকে উক্ত জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদান করা হবে না এবং পরবর্তী ০৩ (তিন) বছর জলমহাল ইজারা সংক্রান্ত কোন টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

১৩। কোনক্রমেই কোন সমবায় সমিতি/সংগঠন/সমিতিকে ০২ (দুই) টির অধিক জলমহাল ইজারা/বন্দোবস্ত দেয়া হবে না। যে সকল আবেদনপত্র গৃহীত হবে না সে সকল আবেদন পত্রের সঙ্গে সংযুক্ত জামানত আবেদনের প্রেক্ষিতে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর ফেরৎ দেয়া হবে।

১৪। আবেদনপত্র অনুমোদনে বিলম্ব হলে এ বিলম্বের কারণে কোন ভাবেই ইজারার মেয়াদকাল বৃদ্ধির আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না। বছরের যে কোন সময় টেন্ডার আহবান করা হলেও ইজারার মেয়াদকাল ১লা বৈশাখ ১৪৩১ বাংলা হতে কার্যকর হবে বা হয়েছে মর্মে গণ্য হবে।

১৫। প্রতিটি আবেদনপত্রের খামের উপর 'জলমহালের নাম' এবং 'মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির নাম ও ঠিকানা' স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

১৬। মামলাজনিত কারণে/উর্ধতন কর্তৃপক্ষের আদেশের কারণে বা অন্য কোন আইন সংগত কারণে জলমহালসমূহ সময়মত দখল না পাওয়ার বিষয়ে কোন অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না।

১৭। আদালতে কোন মামলা/প্রাকৃতিক কারণে কোন ক্ষতিগ্রস্ততার অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না।

১৮। আবেদনকারীকে ৩০০/- (তিনশত) টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে চুক্তিপত্র সম্পাদন পূর্বক জলমহালের দখল বুঝে নিতে হবে। জলমহালের বর্তমান আয়তন এবং দখলনামায় উল্লিখিত আয়তনের মধ্যে পার্থক্য হলেও কোন আপত্তি তুলতে পারবে না।

১৯। সরকারি জলমহাল নীতি, ২০০৯ সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

২০। জলমহাল বন্দোবস্ত নেয়ার পরে কোন সংগঠন/সমিতি জলমহাল ভরাট বা অন্য কোন অজুহাত উত্থাপন করতে পারবে না। প্রয়োজনে আবেদন দাখিলের পূর্বে সংগঠন/সমিতি সরেজমিনে জলমহালের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়ে ইজারা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবে।

২১। কর্তৃপক্ষ কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে দাখিলকৃত যে কোন আবেদনপত্র গ্রহণ বা বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

০১/০৪/২৪

(সিফাত আনোয়ার তুমপা)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ও
আহবায়ক
উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
তালতলী, বরগুনা।

স্মারক নং-০৫.১০.০৪৯২.০৯.০০৪.০০৮.২৪-

তারিখ: ১৮ চৈত্র ১৪৩০ / ০১ এপ্রিল ২০২৪।

অনুলিপিঃ (সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে)
(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. মাননীয় সংসদ সদস্য, ১০৯, বরগুনা-১।
২. জেলা প্রশাসক, বরগুনা।
৩. চেয়ারম্যান, তালতলী উপজেলা পরিষদ, তালতলী, বরগুনা।
৪. উপজেলা.....কর্মকর্তা, তালতলী, বরগুনা।
৫. সহকারী প্রোগ্রামার, তালতলী, বরগুনা **[ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ]**।
৬. ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, ...(সকল), তালতলী **[নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শনের অনুরোধসহ]**।
৭. চেয়ারম্যান, ...ইউপি (সকল), তালতলী **[ইউনিয়ন পরিষদ নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শনের অনুরোধসহ]**।
৮. অফিস কপি।